বিপ্লবী আনোয়ার ইবরাহিম

আমিরুল মোমেনীন মানিক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

বিপ্লবী আনোয়ার ইবরাহিম

আমিরুল মোমেনীন মানিক

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : মো : জহিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : হাসান শাহিন
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা মেনশন, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য : ১৫০/-

ISBN- 978-984-8254-73-8

Biplobi Anwar Ibrahim by Amirul Momenin Manik,
Published by Guardian Publications, Price Tk. 150 Only

প্রকাশকের কথা

সালাম ও শুভেচ্ছা নিন। পৃথিবীতে যত শুভ পরিবর্তন হয়েছে, তার আগে তৈরি হয়েছে চিন্তার খসড়া। এই চিন্তার পথ ধরেই সময়ের প্রয়োজনে এসেছে বিপ্লব। সমাজে ছড়িয়ে গেছে আলো। ক্রিয়ার ব্যপ্তি যত, ঠিক প্রতিক্রিয়ার পরিধিও তার সমান। সুতরাং এই কথাটা স্বতঃসিদ্ধ যে, সমাজে অন্ধকার যতটা প্রগাঢ়, ভোরের বা বিপ্লবের সম্ভাবনাও ততটা প্রখর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে আনোয়ার ইবরাহিম অন্তরালপরায়ন এক বীরপুরুষ ও সংস্কারকের নাম। মূলত ড. মাহাথির মোহাম্মদের নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেছেন এই কিংবদন্তি মানুষটি। কিন্তু ইতিহাসের সুড়ঙ্গ খুড়লে দেখা যায়– কেবলই আনোয়ার ইবরাহিমের ছায়া।

প্রিয় পাঠক, মালয়েশিয়ার নেতা আনোয়ার ইবরাহিমকে নিয়ে এই লেখা দীর্ঘ চিন্তার ফসল। এ জন্য তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহও খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, এখনও আনোয়ার ইবরাহিমের পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়ে কোনো বই বা ফিল্ম হয়নি। ফলে মাটি খুঁড়ে কাদাখোঁচা পাখি যেমন তার খাবার বের করে, ঠিক ওরকম করে নানা তথ্য বের করতে হয়েছে।

তবে বইমেলাকে সামনে রেখে এটা লিপিবদ্ধ করার একটা তাড়া যে ছিল– তা স্বীকার করছি। ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুল ধরা পড়লে তার জন্য ক্ষমাও চাইছি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে মজলুম নেতা আনোয়ার ইবরাহিম। একজন রাজনীতিক শেষ দিন অবধি সহনশীল ও গণতান্ত্রিক থেকেছেন কেবল দেশের মানুষের জন্য। চরমপন্থার বিপরীতে কেবল গণতন্ত্র ও মধ্যপন্থা দিয়েই যে বিপ্লব করা যায়, তার অপূর্ব নজির তৈরি করেছেন তিনি। এ রকম উদাহরণ একবিংশ শতাব্দীতে নেই বললেই চলে। সমাজ বিপ্লবের ধারণাই পরিবর্তন করে দিয়েছেন আনোয়ার ইবরাহিম।

তাঁর কাছ থেকে ডানপন্থি, বামপন্থি, মধ্যমপন্থি অথবা তরুণ শ্রেণি সবাই অনুপ্রেরণা নিতে পারেন। অত্যন্ত বাস্তব-দূরদর্শী এবং উদার আনোয়ার ইবরাহিমকে তাই পাঠ করা এই সময়ের জন্য খুবই জরুরি। বাংলাদেশের মতো একটি উত্থিত ও সংকটপূর্ণ দেশের মানুষ নিঃসন্দেহে আনোয়ার ইবরাহিমের জীবন থেকে আলো নিতে পারে।

প্রিয় পাঠক, বইটি আপনাদের মায়া ও স্নেহ পেলেই সার্থকতা। প্রকাশক ও সমাজ সংস্কারক নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের প্রতিও উপসংহারহীন কৃতজ্ঞতা।

এক

নিস্তব্ধতার একটা অপূর্ব সৌন্দর্য আছে। অনেকদিনের ইচ্ছে 'চুপ হয়ে থাকা পৃথিবী'র অভিজ্ঞতা নেবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। নিজের ল্যান্ডক্রুজার নিয়ে সোজা গন্তব্য ক্যামেরুন হাইল্যান্ড। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন প্রখ্যাত পাখি বিশারদ সালিম আলির *বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস*। চারদিকে অপূর্ব নিস্তব্ধতা। যেন ঝিমধরা স্নিগ্ধতা। রাজ্যের সব মনোযোগ নিয়ে বইয়ের ওপর উঁবু হয়ে আছেন বন্ধুদের কাছে আইনস্টাইনখ্যাত অধ্যাপক আহমেদ সালেহ।

ক্যামেরুন হাইল্যান্ড

হঠাৎ অদ্ভুত চিৎকার। মানুষের গোঙানি। ধ্যান ভেঙে বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কাছাকাছি কোথাও থেকে আসছে এ রকম ভয়ংকর শব্দ। হ্যাঁ, জায়গামতোই চোখ পড়ল।

দৌড়ে গেলেন। অবাক কাণ্ড। দুজন মানুষ মৃত্যুকে মুঠোতে নিয়ে লড়াই করছে। একজনের ওপরে আরেকজন চাকু ধরে আছে। আর নিচের ব্যক্তিটি হাত ঘুরিয়ে ওপরের ব্যক্তির কাঁধে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছেন।

'বল্, তোর আদর্শ বেটার না আমারটা?'

'আরে বোকা, আমারটা। তোর দর্শনেরে আমি...করি।'

এবার গর্জে উঠলেন আহমেদ সালেহ। নিস্তব্ধতা কর্পূরের মতো হাওয়া হয়ে গেল নিমিষেই।

'কী হয়েছে এখানে?'

চিৎকার শুনে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল দুজনেই। 'কে আপনি?' একজন চেঁচাল।

'আমি কে জানার আগে বলো তোমরা কে?'

আহমেদ সালেহ মুহূর্তেই পাঁজরের পাশ থেকে বের করে আনলেন আরমেটিক্স আইপি-১ নামের অত্যাধুনিক পিস্তল।

হাতের অস্ত্র ফেলে দিলো দুই তরুণ।

'কী নাম তোমাদের?'

'আমি সৌরভ মেহবুব।'

'আমি আজিজ সোলেমান।'

'তো কী হয়েছে তোমাদের? এমন ধস্তাধস্তি করছ যে?'

মুখ খুলল দুজনেই।

আজিজ : আমি একটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। স্কুল পর্যন্ত পড়েছি। পেনাঙে আমার বাড়ি।

সৌরভ : আমি মালয় রেড ফ্ল্যাগ কম্যুনিস্ট পার্টির একজন গোপন সদস্য।

সালেহ : তো কী সমস্যা তোমাদের?

আজিজ : আমরা দুজনে একসময় বন্ধু ছিলাম, কিন্তু এখন সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু। দুজনেই এই মালয় সমাজকে ইতিবাচক পথে পরিবর্তন করতে চাই। এ জন্য বিপ্লব করাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সৌরভ : হয় বিপ্লব নয় মৃত্যু, এটাই আমাদের লক্ষ্য।

আহমেদ সালেহ : তাহলে সমস্যা কোথায়?

আজিজ : সমস্যা অন্য জায়গায়। ও কম্যুনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী আর আমি ইসলামি আদর্শে। ওকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম।

সৌরভ : আমিও ওকে খুঁজছিলাম।

আহমেদ সালেহ : কেন খুঁজছিলে?

সৌরভ : মেরে ফেলতে। কারণ, আমি মনে করি– মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে কম্যুনিজম। আর ও যে আদর্শের বিপ্লবের কথা বলে, সেটা হচ্ছে অন্ধকারের পথ।

আজিজ : চুপ কর। তোর আদর্শ মানবরচিত, সুতরাং ওটা দিয়ে কখনোই বিপ্লব করা সম্ভব নয়।

আহমেদ সালেহ : আচ্ছা, তোমরা যে বিপ্লব করতে চাও, সেটা কীভাবে করতে চাও?

সৌরভ : শোষকশ্রেণিকে হত্যা করেই কেবল সম্ভব।

আজিজ : সমাজের শাসক হয়ে বসে থাকা কাফিরশ্রেণিকে হত্যা করতে চাই।

আহমেদ সালেহ : ও আচ্ছা। বিপ্লবের জন্য তোমরা কি কোনো বই-পুস্তক পড়েছ?

সৌরভ ও আজিজ দুজনেই একসঙ্গে– 'না।'

'আচ্ছা, বিপ্লব করার আগে যে প্রস্তুতি নিতে হয়, তা কি জানো?'

আজিজ : কীরকম?

আহমেদ সালেহ : এই ধরো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা, নিজের চরিত্র গঠন, শিক্ষিত হওয়া, নিজের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

সৌরভ : কী বলছেন এসব!

আহমেদ সালেহ : হ্যাঁ, নিজের প্রতিভাকে বিকাশ করার চেয়ে আর বড়ো বিপ্লব কী আছে বলো?

আজিজ ও সৌরভ : তাই নাকি !

এতক্ষণে তারা খানিকটা ইজি হয়ে গেছে। তবে দুজনেরই শরীর থেকেই রক্ত ঝরছে।

আহমেদ সালেহ : আচ্ছা, চলো আমার আস্তানায়।

আহমেদ সালেহ ওদের নিয়ে গেলেন নিজের বসার জায়গায়; যেখানে তিনি নিস্তব্ধতা উপভোগের জন্য মাঝেমধ্যে আসেন। এরপর ফার্স্ট এইড বক্স খুলে দুজনের হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। ফ্লাক্সে রাখা কফি পরিবেশন করে বসতে বললেন ওদের।

আহমেদ সালেহ : দেখ, তোমরা যেভাবে বিপ্লব করতে চাও, সেটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক পথ। পৃথিবীতে সব ধরনের বিপ্লবের আগেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে; হোক সেটা ইসলামি বিপ্লব বা সমাজতান্ত্রিক। অস্ত্রটা কখন কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটাও তোমাদের জানতে হবে। অযথা নিরীহ মানুষকে হত্যা করার শপথ নিচ্ছ। এই সমাজের অনিয়মের জন্য তাদের কি কোনো দায় আছে? অথবা ধরো আজকেই তোমাকে এই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে সেটা পালন করতে তোমাদের কি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে? একবার ভেবে দেখ, বিপ্লব কোনো ঠুনকো আবেগের কাজ নয়; এটা হলো বুনিয়াদি কাজ, সমাজকে স্থিতিশীল এবং সমতায় আনার কাজ।

আরাম করে কফি খেতে খেতে কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল সৌরভ আর আজিজ।

সৌরভ : তাহলে নতুন সকাল কি আসবে না, যেখানে সব মানুষের অধিকার থাকবে?

আহমেদ সালেহ : অবশ্যই আসবে। এর জন্য নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে, নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে– সেটা মানবতা ও মানুষের জন্য ছড়িয়ে দিতে হবে। তুমি যখন তোমার প্রতিভার আলো ছড়িয়ে দেবে, তখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে উঠবে। আর সেই সময়টাই হচ্ছে মোক্ষম, তখন তোমার সংস্কার বা বিপ্লব চিন্তা মানুষ গ্রহণও করবে। সবাই গ্রহণ না করলেও অন্তত গুরুত্ব দিয়ে শুনবে। এভাবেই বিপ্লবের কাজটা শুরু হবে। এই যে এখন যারা তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তারা কী বলেছে? বলেছে যে, মানুষ হত্যা করলে শাসকের পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু তুমি কাকে হত্যা করছ, কেন হত্যা করছ, তা কি একবারও ভেবে দেখেছ?

আজিজ : না স্যার, তা ভেবে দেখিনি।

আহমেদ সালেহ : কেন ভাবোনি? ধরো তোমাকে দুটো কাজ দেওয়া হলো, এর যেকোনো একটি করলেই চলবে। একটি কাজ হলো– তুমি প্রতিদিন সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠবে, অন্য কাজটি হলো– রাস্তায় গিয়ে সবার অলক্ষে বোমা ফাটাবে। তুমি কোনটা বেছে নেবে? দ্বিতীয়টাই কিন্তু। কারণ, দ্বিতীয়টা আমাদের সবার কাছে সহজ। ওটা করার জন্য কেবল সাহসের দরকার। আর প্রথমটার জন্য দীর্ঘ অনুশীলন বা অভ্যাসের প্রয়োজন, অথচ প্রথমটাই হচ্ছে জরুরি। এই অভ্যাস পরিবর্তনের লড়াই-ই হচ্ছে আসল বিপ্লব।

সৌরভ : স্যার, আপনার কথা-চিন্তাগুলো সত্যি অসাধারণ।

আহমেদ সালেহ : আচ্ছা সৌরভ বা আজিজ, তোমরা তো বিপ্লব করতে চাও, তাহলে তোমরা কখনো খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশেছ, অপমান সহ্য করেছ? জেলে গিয়েছ? অধিকার আদায় করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ?

সমস্বরে : না তো স্যার...

আহমেদ সালেহ : তাহলে কীসের বিপ্লবী তোমরা? আচ্ছা চলো, আজ তোমাদের মালয়েশিয়ার একজন কিংবদন্তি বিপ্লবীর গল্প শোনাব; যিনি সারা জীবন মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন।

আজিজ : কে তিনি?

আহমেদ সালেহ : নাম বলছি না আগেই। আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ওই মহান বিপ্লবীর গল্প রেকর্ড করা আছে, ওটা অন করে দিলে শুনতে খারাপ লাগবে না আশা করছি।

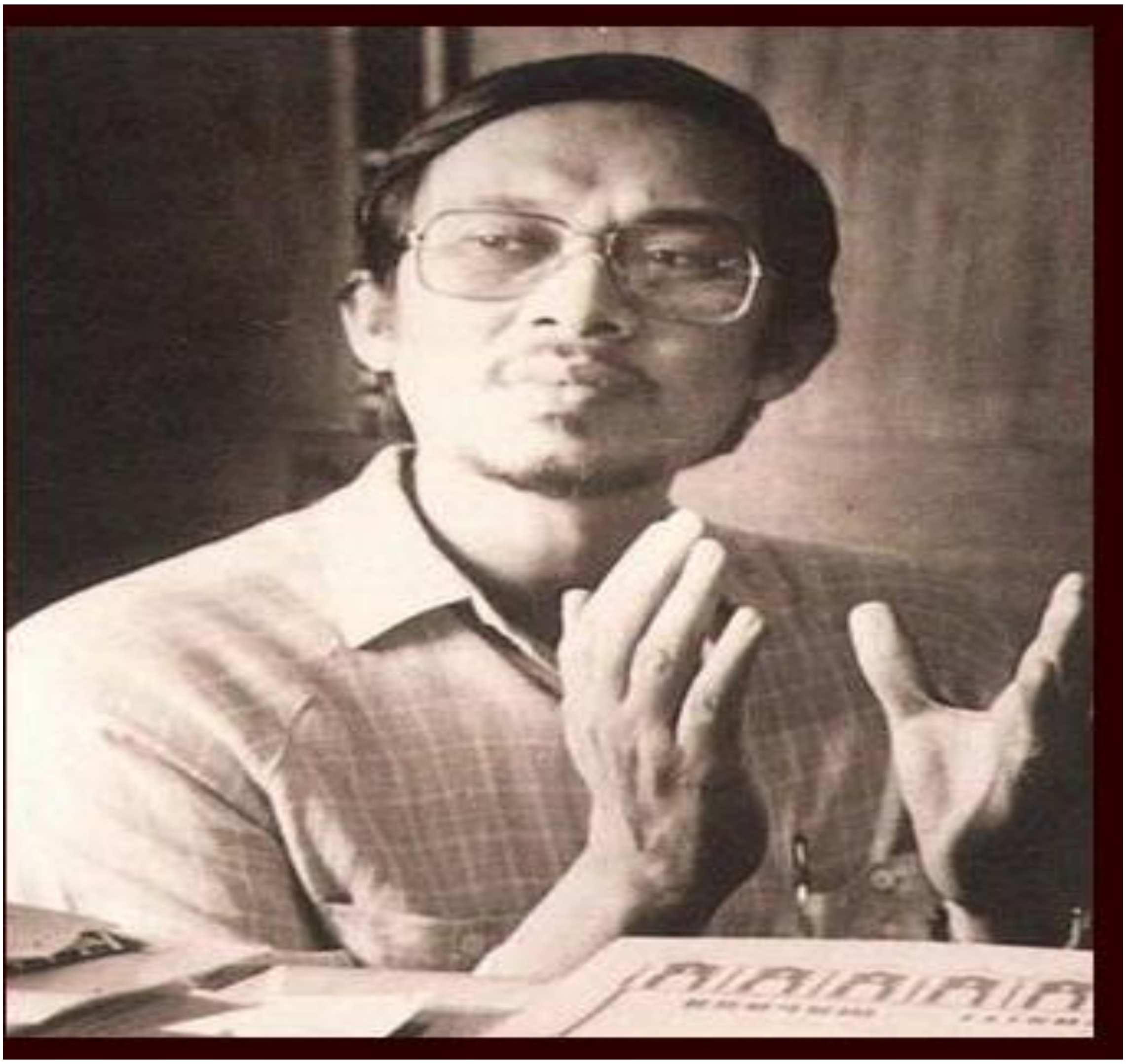

যৌবনে আনোয়ার ইবরাহিম

রূপকথাময় শৈশব

মালয়েশিয়ার পেনাঙ রাজ্য। ছায়াদার সবুজে ঘেরা মায়াময় জনপদ। পাহাড় আর সাগরের কোলে বসে থাকা ছোট্ট এক পরি যেন। এর বাঁকে বাঁকে সোনা হয়ে মিশে আছে গৌরবের ইতিহাস।

১৯৪৭ সাল। দ্বীপরাজ্য পেনাঙের চকচকে গ্রাম চিরোক তককুন। সবুজ ঘাসের ডগায় শিশিরের আলোর গমক এখানে ঝরে পড়ে প্রতিদিন। পেশিবহুল কর্মোদ্যমী মানুষের মনে জাগায় বেঁচে থাকার শিহরন।

ইবরাহিম আবদুল রহমানের পরিবার আলো করে আসে নতুন অতিথি। মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক পরিবার। দাতুক ইবরাহিম আবদুল রহমান ছিলেন ইউনাইটেড মালয়স ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা 'উমনো' দলের সংসদ সদস্য। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি নেতা মাহাথির মোহাম্মদের সঙ্গেই রাজনীতি করেছেন।

আগমনের আয়োজনে অতটা আড়ম্বর না থাকলেও নবজাতকের মিষ্টি হাসিতেই মা বুঝেছিলেন, এই ছেলে বড়ো হয়ে কিছু একটা হবে।

প্রবহমান স্রোতের মতো বয়ে যায় সময়। ছিপছিপে গড়নের এই বালকের পাঠ শুরু হয় গ্রামের স্কুলে। একেবারে সাধারণ সাটামাটা হলেও প্রথম দেখাতেই যে কেউ-ই বলবে, ছেলেটার মধ্যে কী যেন একটা অদ্ভুত ধরনের বিষয় আছে!

স্কুলের ক্লাসে বা যেকোনো অনুষ্ঠানে এই ছেলেটি থাকত সবার আগে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর সবার সঙ্গে সদ্ভাব, সেই শৈশবেই তাঁর এই দুটো গুণ ছড়িয়ে যেতে লাগল বন্ধুদের মধ্যে। স্কুলে ছাত্রদের ছোটো ছোটো দাবির বিষয়ে আর কেউ মুখ না খুললেও একহারা গড়নের এই তরুণ সব সময় ছিল অকপট।

দুরন্ত সাহসের এই ছেলেটিই আজকের মালয়েশিয়ার কিংবদন্তি নেতা আনোয়ার ইবরাহিম।

দুই

এবার চেঁচিয়ে উঠল সৌরভ ও আজিজ– 'আচ্ছা স্যার, আপনি তাহলে আনোয়ার ইবরাহিমের গল্প শোনাচ্ছেন?'

আহমেদ সালেহ : আরে শুনে দেখ, অন্যরকম এক বিপ্লবী তিনি, অনেক অজানার সন্ধান পাবে।

সৌরভ : কফি তো শেষ!

আহমেদ সালেহ : আরে নিয়ে নাও ফ্লাক্স থেকে।

ক্যামেরার ফোকাস আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি ড. মাহাথির মোহাম্মদের দিকে থাকলেও দেশ গড়ার অন্তরালের নায়ক এই আনোয়ার ইবরাহিম।

আনোয়ার ইবরাহিম : আদর্শের প্রতিচ্ছবি

ইবরাহিমের পেনাঙ, ইতিহাসের হেঁসেল

মালয়েশিয়ার ইতিহাসের ঝুঁড়ি খুলব আর পেনাঙ-এর কথা বলব না, তা একেবারেই চাঁদ ছাড়া আকাশের মতো।

চতুর্দশ শতকের গোড়ার কথা। এই দ্বীপে আসতে শুরু করেন বিদেশি বণিকরা। তখন এ অঞ্চলের মসলার খ্যাতির সৌরভ পোঁছে গিয়েছিল সুদূর ইউরোপেও। এর অনেক আগে রোমাঞ্চপ্রিয় বিদেশি নাবিক আর বণিকরা আরব অঞ্চল, ভারতবর্ষসহ নানা প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করেছে। ব্যবসার সূত্রে এসে নিজেদের শাসন ও আধিপত্য কায়েমের চিরাচরিত ইতিহাসের গল্প এখানেও। প্রথমে পর্তুগিজ, এরপর ডাচ। সর্বশেষে হাতবদলে ক্ষমতা দখল করে ব্রিটিশরা।

মালয়েশিয়ার দক্ষিণে প্রাচ্যের মুক্তোখ্যাত এই পেনাঙ। জল, স্থল ও আকাশপথে কুয়ালালামপুর থেকে পেনাঙ পৌঁছানো যায় খুব সহজে। এশিয়ার দীর্ঘতম এবং বিশ্বে পঞ্চম। ১৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পেনাঙ ব্রিজ মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে পেনাঙের ঝলমলে দ্বীপটিকে।

মালয় শব্দ পেনাঙ-এর অর্থ পাম। পামে আচ্ছাদিত সবুজ এই দ্বীপের রাজধানী জর্জটাউন। তানজুং বুংগা, বাটু ফিরিঙ্গি-অপরূপ সব সৈকত, চায়না টাউন আর ব্রিটিশ শাসনের নীরব সাক্ষী স্থাপত্যগুলো জর্জটাউনের আকর্ষণ।

চীনে গণতন্ত্র আসে ১৯১১ সালে। চীনের গণ-অভ্যুত্থানের নেতা ড. সান ইয়াৎ সেন আশ্রয় নেন পেনাঙ-এ। যে বাড়িতে বসে তিনি গণ-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটিও এখানে অবস্থিত।

অপরূপ পেনাঙ

প্রাচীন চাইনিজ ধর্মস্থান কুয়ান ইন তেং-এর অবস্থানও পেনাঙে। মন্দিরটি চায়না টাউনে। এখানে চিনা দেব-দেবীর পাশাপাশি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও আছে। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দু মন্দির 'শ্রী মারিয়াম্মান' লিটল ইন্ডিয়ায়। ৩৮ জন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি রয়েছে মন্দিরের নানা অংশে। সবচেয়ে জঁমকালো সোনা-রুপা-হিরা-চুনি-পান্নায় সাজানো লর্ড সুব্রাহ্মণ্যমের মূর্তিটি।

শ্রী মারিয়াম্মান মন্দিরের কাছেই কাপিতান কেলিং মসজিদ। মালয়েশিয়ার একেবারে প্রথমদিকের মসজিদ এটি।

ব্রিটিশ উপনিবেশের স্মৃতিচিহ্ন সেন্ট কর্নওয়ালিস ফোর্ট ও সেন্ট জর্জেস চার্চ। চার্চের গায়েই আছে পেনাঙ-এর অতীত ইতিহাসের হরেক নজির।

ব্রিটিশরা প্রথম বসতি স্থাপন করে মালয়েশিয়ার পেনাঙে। প্রথম ১৮১৯ সালে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় মালয়ের বিভিন্ন এলাকার সুলতান শাসকদের সঙ্গে ব্রিটিশদের সুসম্পর্ক ছিল। ১৮২৪ সালে অ্যাংলো-ডাচ চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন পুরোপুরি পাকাপোক্ত হয়।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। এর দশ বছর পর ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্টে স্বাধীনতা লাভ করে মালয়েশিয়া। ১৯৬৩ সালে সাবা আর সারওয়াক যোগ দেয়; সিঙ্গাপুরও সেই সময়ে ছিল মালয়েশিয়ার সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে আলাদা হয়ে যায় এটি।